কোরানের প্রতি চ্যালেঞ্জ,আর কিছুকথা

—-ফয়সাল—-

অনেকদিন ধরে আমার লিখালিখি হয়না, আর ধর্ম নিয়ে লিখতে ভালও লাগেনা। সেদিন আরেকটি এর ওয়েব পেজ এ গিয়ে অভিজিৎ'র চ্যালেঞ্জ এর জবাবে জনৈক ওমর সারওয়ার'র লিখা পড়লাম, ওনার উত্তরটা পড়তে গিয়ে অভিজিৎ এর চ্যালেঞ্জ ওয়েবসাইট টাও নজরে আসলো। এই চ্যালেঞ্জ ওয়েবসাইট টা আগে আমার নজরে আসেনি, জানিনা কবে তিনি মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করে এই subdomain টা তৈরি করেছেন। তবে মুক্তমনায় অনেক আগে ওনার বিভিন্ন লিখায় কোরানের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে একি ধরনের লিখা পড়েছি, ওই লিখাটা এর ইংরেজি ভারসন বলেই আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে। ওনার সাম্প্রতিক লিখা থেকে যদ্দুর জানা যায়, উনি ইদানিং ধর্ম নিয়ে লিখা বাদ দিয়েছেন, তার চেয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে বেশি লিখছেন। গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে আমার বিশেষ কোন পড়াশোনা নাই, তাই এই নিয়ে তর্ক করা অবান্তর , তদুপরি এরি মদ্ধে সারওয়ার নামে একজন এর প্রতি উত্তর দিয়ে দিয়েছেন তাই এই নিয়ে কথা না বাড়িয়ে অভিজিৎ এর চ্যালেঞ্জ ওয়েব সাইট আর সাম্প্রতিক মুক্তমনাদের কিছু বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমার বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।

অভিজিৎ শুরুতেই তসলিমা নাসরিন এর টাইম ম্যাগাজিনকে দেয়া একটা বক্তব্য দিয়ে শুরু করেছেন, যেন একেবারে মহামতি ভলতেয়ার এর বলা আরেকটি অমর বানী! তসলিমা'র বক্তব্যটা পড়লে যে কার মনে হতে পারে কোরান পড়ে মুসলমানেরা বুঝি এখনো একেবারে প্রস্তর যুগেই পড়ে আছে । ইসলামের নাম শুনলেই মনে হয় তসলিমা'র গায়ে এলার্জি হয়। মুসলিম নামধারী কোন ব্যক্তির ইসলাম বা কোরান বিরোধী কথা খুবই সুপার হিট পশ্চিমে বা অমুসলিমদের মধ্যে। আর যদি তা টাইম ম্যাগাজিন এর মত পশ্চিমা রাজনৈতিক ম্যাগাজিন গুলো শুনে তবে তো কথাই নাই, শুনলেই একেবারে লুফে নেয়। তসলিমার উপরে শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তসলিমা সমসাময়িক কালের আহামরি মানের কোন লেখিকা নন, তার কোন লিখা লেখকদের জন্য বিখ্যাত বুকার অথবা পুলিৎজার পুরস্কার অথবা নিউইয়র্ক টাইমস-এ বুক রিভিওতে স্থান পেয়েছে বলে আমার জানা নেই। কিন্তু আমাদের পাশের দেশ ইন্ডিয়া'র লেখক অরুন্ধতি রায়, অনিতা দেশাই , ঝুম্পা লাহিড়ি প্রমুখ দের দেখুন , ওদের লিখা ঠিকই ওসব জায়গায় স্থান হয়। ওনাদের যে কয়টি বই পড়ার সুযো গ হয়েছে তাতে বিশেষ কোন ধর্ম বা তার অনুসারিদের নিয়ে বিতর্কমুলক বা নেগেটিভ কিছু দেখিনি। ভাইরে দুঃখের বিষয় হচ্ছে ইসলাম বিরোধী প্রচারনার জন্য বহু পশ্চিমা-বিদেশি সাহায্য পাওয়া যায়, কিন্তু ইসলামের পক্ষে প্রচারনার জন্য কোন বিদেশী সাহায্য নেই। আজ যদি তসলিমার বইতে ইসলামের সমালোচনার বদলে খ্রীষ্টান, হিন্দু বা ইহুদি ধর্মের কড়া লাগামহীন সমালোচনা থাকত, তাহলে কই যেত আনন্দ পুরস্কার, আর কই যেত সব হিউম্যানিস্ট পুরস্কার, হয়তোবা এফবিআই মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকাতে প্রথম

বাঙ্গালী হিসেবে থাকলেও থাকতে পারতেন। ইসলামের বিরুদ্ধে লিখার কারনেই ইউরোপে বলুন আর এ্যামেরিকাতেই বলুন সবখানেই মহা আদরে আছেন ভদ্র মহিলা। সবিই হইলো ভাই পশ্চিমা পলিটিক্স বুঝলেন কিনা!

তবে অভিজিৎ ভাই জব্বর যমকালো আপনার ওপেন চ্যালেঞ্জ ওয়েব সাইটা। লাল,নীল,হলুদ, কাল-সাদা'র দারুন মিশেল। যখন বাংলাদেশে থাকতাম তখন চিত্রবাংলা ম্যাগাজিনে বিশ্ববিখ্যাত সর্পরাজের (নাম মনে নাই) এই রকম ওপেন চ্যালেঞ্জ দেখতাম সব রকম সাপের কামড়, জাদু, বানটোনার বিরুদ্ধে। সে যাই হোক, কোরানের তথাকথিত খুত(!) আবিষ্কার'র জন্য আপনারা মানবতাবাদি-মুক্তমনারা অনেক সময় আর অর্থ ব্যয় করেছেন, আমায় একটু বলবেন মানবতার কোন উপকার আপনারা সাধিত করেছেন এর মাধ্যমে? ইরাক যুদ্ধে, প্যালেস্টাইনে কিভাবে মানবতা লংঘিত হচ্ছে, কিন্তু মুক্তমনা/মানবতাবাদিদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই, কয়েকজন তো আবার ইরাকিদের আচ্ছা করে একটা এ্যামেরিকান ধোলাই কেন ফরজে কেফায়া ছিল আন্তর্জালে তার শাহী বয়ান করছেন । যারা নিরিহ মানুষ মারা সমর্থন করে তারা কিভাবে মুক্তমনা হন আমার মাথায় আসেনা। আপনি হয়তো বলবেন যে আমি নিজে এর প্রতিবাদ করেছি, জাহেদ করেছে; কথা আসলে সত্য , আপনাদের মাঝে এখন এক গ্রুপ হচ্ছে ভিন্নমতি-মুক্ত মনা (কুদ্দুস খান, সৈয়দ কামরান মির্জা প্রমুখ), আর আরেকটা হচ্ছে মুক্তমনা-মুক্তমনা (জাহেদ, আপনি)। ভিন্নমতি-মুক্ত মনারাও প্রায় সবাই নিজেদের ইসলাম বিরোধী, নাস্তিক আর মুক্তমনা হিসেবেই দাবী করে থাকেন আর সেই ক্ষেত্রে এ্যামেরিকার ইরাকি নিধন বা ইসরাইলের প্যালেস্টাইনী নিধন প্রকল্পের মত অমানবিক ঘৃন্য কাজে তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের দায়ভার অন্যসকল মুক্তমনাদের উপর পড়লে মুক্তমনা-মুক্তমনা নেতারা(আপনি, জাহেদ) এর দায়ভার কিভাবে এড়াবেন, যেখানে এক আল-কায়েদার কার্যকলাপই পৃথিবীর প্রায় সকল মু সলমানদের স ন্ত্রাসীতে পরিগনি ত করেছে। যদি আপনারা নাস্তিক হয়েও রৌমারি'র মত প্রজেক্ট আরও বেশি করে নিতেন, মানবতার উন্নতি আরও বেশি সাধিত হত, আমাদের মত মুসলমানেরা পাশে এসে দাড়াত। তা না করে আপনারা মুসলমান ধর্ম, কোরান, নবী-রাসুলদের জীবন-চরিত হতে শুরু করে, ১৪০০ বছর আগে নবী কখন কার সাথে শুয়েছিলেন তার বর্ননা দেন। এসব লিখা ওয়েব সাইটে পাবলিস হলে অন্যদের তাল দেয়া দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। এসব লিখা কখনো বিতর্কের সমপর্যায়ে পড়েনা, এগুলো হচ্ছে কুৎসা বা পায়ে পা লাগিয়ে মুসলমানদের সাথে ঝগড়া করতে আসা (সৈয়দ কামরান মির্জা), যা খুবই নিচু মানসিকতার পরিচয়। অন্য সব ধর্মে ও আপনি ত্রুটি খুজে পেয়েছেন, টুকটাক লিখেছেন ও। আমি অপেক্ষায় আছি আপনি কবে ইহুদী , খ্রীস্টান, অথবা হিন্দু ধর্মাবলম্বী বন্ধুদেরকে এই রকম ওপেন চ্যালেঞ্জ করে ইংরেজি ভাষায় ঠিক এই ধরনেরই একটা ওয়েব পেজ খুলবেন।

কোরান যে আল্লাহ এর বানী নয়, এটা প্রমান করার জন্য অনেক যুক্তি হাজির করা হয়েছে মুক্তমনাদের অনেক লিখায়। আমি মুসলমান হয়েও যা না পড়েছি, আপনারা এর চেয়ে বোধকরি অনেক অনেক বেশী পড়েছেন আর গবেষনা করেছেন। সেজন্য সাধুবাদ। আমি ভাই ছা পোষা মানুষ গবেষনা করার যোগ্যতা আমার নেই। তবুও কয়েকটি প্রশ্ন আমার মাথায় এসেছে, দেখুনত আপনার কি মনে হয়?

১) যদি আল্লাহর বানী ছাড়া এটা মুহাম্মাদের বানী হয়, তাহলে এই নিরক্ষর মানুষটা কিভাবে এত বড় বই, নির্ভুল ভাবে লিখলেন আমার মাথায় ধরেনা। আপনার কি মনে হয়- আর কে তাহলে এটা লিখলো সেটা বলেও আমাদের উদ্ধার করেন। যেখানে আপনাদের অনেকে জানেন, উনার যৌন-জীবন কি রকম ছিল, সেখানে এটা খুব একটা ব্যাপার হবার কথা নয়, কি বলেন।

২)আবুল কাশেম কোরানের যে কজন সহকারী লেখকের নাম দিয়েছেন, এবং তারা যে এটা লিখেছেন তার সুস্পস্ট কোন প্রমান আছে কি? উনি লিখেছেন,"Of course, my list of the possible authors of the Qur'an is not exhaustive. There may be many other parties involved **that I might not even heard of**. But for a concise discussion the above list should be ample enough, I guess. I have simply enumerated the contribution of the above sources in the authorship of the qur'an." ***কাশেম সাহেব বলেছেন আরও নাকি লেখক থাকতে পারে তা যা তিনি নিজেও না শুনে থাকতে পারেন !*** একটা ধর্মগ্রন্থ নিয়ে এভাবে আন্দাজে কথা বলে মানুষকে কনফিউস করার কি মানে আছে?

৩) আরেকটা কথা হচ্ছে পৃথিবীতে এমন কোন লেখক পাওয়া দুষ্কর যার প্রথম বারের লিখা পুরোপারি নির্ভুল। কমবেশি কিছু না কিছু সংশোধন করা লাগেই। কোরআনে কখনো কোন সংশোধনী কি এসেছে এর লেখকদের(!) পক্ষ থেকে? এমন নির্ভুল ব্যাকরন আর বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থযারা লিখেছেন তারা কোন ইউনিভার্সিটির (!) সেরা স্কলার জানতে ইচ্ছা করে। উনার লেখকের তালিকায় নিরক্ষর মুহম্মাদ (সা:)ও আছে। কোরানে সবার দৃস্টিতে গ্রহনযোগ্য অনেক যুক্তিবাদী ভাল কথাও আছে যেমন, *"তোমরা মিথ্যাকে সত্যের সাথে মিশ্রিত কোরনা, এবং জেনে শুনে সত্যকে গোপন কোরনা।"*১৪০০ বছর আগের তাদের এই মিলিত প্রচেস্টার গ্রন্থের জন্য ন্যুনতম একটা ধন্যবাদ কি তাদের পাওনা নয়!

২) রাসুল /অন্যান্য লেখকরা (কাশেম সাহেবের ভাষায়) ১৪০০ বছর আগে কিভাবে বিজ্ঞানী না হয়েও কোরানে বৈজ্ঞানিক তথ্য হাজির করলেন? যেমন সুরা আর রাহমান-এ আছে যে মানুষ, জীবজন্তু, লতা গুল্ম,গাছপালা সবি আল্লাহ জোড়ায় জোড়ায় সৃস্টি করেছেন। এই কথা কোরান আবিষ্কারের কয়েক শত বছর পরে বিজ্ঞান আবি স্কার করেছে যে লতা গুল্ম,গাছপালার মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষ আছে।

৩) প্রত্যেক লেখকের একটা আলাদা লেখনির স্টাইল আছে, যেমন নজরুল এর লিখা গান, কবিতা শুনলে যে কেও বুঝতে পারে এটা তার লিখা, তেমনি একি জিনিশ খাটে রবি ঠাকুরের বেলায়। যারা বাংলায় পন্ডিত তারা বলে দিতে পারেন কোনটা কার লিখা। আল কুরান যদি রাসুলের নিজের কথা হত তাহলে হাদিস ও কোরানের বাচন ভংগী একি রকম হত। কারন হাদিস আর কোরান আমরা একি মুখ থেকে পেয়েছি। অথচ যাদের সামান্যতম আরবি সম্পর্কে ধারনা আছে, তারা কোরান বা হাদিস শুনলেই বুঝতে পারেন কোনটা আল্লাহ র/ কোরানের বানী আর কোনটা রাসুলের হাদিস।

৪) কোন কবি সাহিত্যিক কি পারবে কোরানের ছোট সুরার মত একটা সুরা বানাতে? মুসলমানদের বিরুদ্ধে অনেক কিছুই হয়েছে, নতুন কোরান যদি কেউ চায় রচনা করতে তো করুক;

পারলে সুরা বানিয়ে দেখাক।

আসলে আরবি ভাষা না শিখে কোরানের ঢালাও ইংরেজি/বাংলা অনুবাদ পড়লে একটু কনফিউসড হওয়াটাই স্বাভাবিক। অনেক চীন পন্থী মানুষ একটা হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে রাসুল সবাইকে বলেছেন যে চীনে গিয়ে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে এবং সেই সাথে চীনের আদর্শ গ্রহন করতে। অথচ নবী মুহাম্মদ এই ধরনের কোন কথা বলেননি। তিনি শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বলেছিলেন যে পড়াশোনার জন্য দরকার হলে আরব থেকে অনেক দুরবর্তি দেশ চীনে গিয়ে লেখাপড়া শিখতে হলেও শিখবে। এর সাথে চীনের আদর্শ গ্রহনের কোন সম্পর্ক নেই। কোরানের অর্থ মাতৃভাষায় জানতে স মস্যা নেই, বরং জানা উচিৎ। কিন্তু যদি ঢালাও ভাবে কোরান অনুবাদ বা এর মাতৃভাষাকরন করা হয়, তখন মুল কোরান শরিফই হয়ত আর খুজে পাওয়া যাবেনা কোন একদিন। যেমন খ্রিস্টান দের ইঞ্জিল কিতাব অনুবাদ করে বাইবেল হয়ে এর অনেকগুলো ভারসন হয়েছে। মুল ইঞ্জিলের আর নাম গন্ধও আর নাই। তাই এখান থেকে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কোরানের লিখার উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা দিতে আসলে ঝামেলা পাকতেই পারে।

অনেক ভিন্নমতি-মুক্তমনাদের লিখায় মুসলমানদের ব্যাপারে পরিষ্কার ঘৃনা দেখতে পেয়েছি, যেন মুসলমান নামক মানবসন্তানরা না থাকলে পৃথিবীর অনেক ভাল হতো; এই ধরনের মানসিকতা খুবই দুঃখজনক। এই পৃথিবীতে এখনও ১ বিলিয়ন এর বেশী মুসলমানের বাস। মুসলমানরা অবশ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর এটা সবার মানতেই হবে। মুক্তমনা সাইট এর আরও কিছু লিখা নিয়ে মন্তব্য করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সময়ের অভাবে পারলামনা। পরে এসব নিয়ে লিখার ইচ্ছা আছে, যদি সময়/সুযোগ পাই। সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।